দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 NOV 1995 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

৩৬

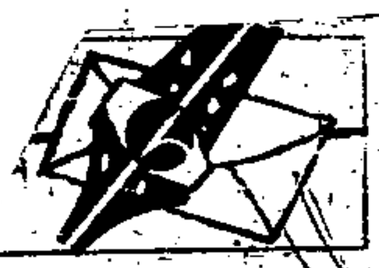

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং যে কোন দেশের শিক্ষার উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করেই সে দেশর উন্নতি নির্ভর করে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষার মান আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও বিগত কয়েক বছর যাবত এসএসসি পাস ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত জ্ঞান যেভাবে অর্জিত হচ্ছে তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান শিক্ষার মান ধরে রাখতে পারবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বর্তমানে এই স্তরের পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে টিক চিহ্ন দিয়ে ৫০ নম্বর পাবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে; যা একটু চালাকি করলে অনায়াসে পাওয়া যায়। যে সব ছাত্রছাত্রী মোটেই লেখাপড়া করেনি তারাও যদি কোন রকমে একটু আশপাশে জিজ্ঞাসা বা খেয়াল রাখে তবে অনায়াসে খুব অল্প সময়েই ৫০ নম্বর পেতে পারে; যাতে কোন নকল ধরা পড়ে বহিষ্কার হবার সম্ভাবনা নেই। ১০ নম্বর পেতে যে কষ্ট ও সময় ব্যয় করতে হয় সেটুকু সময় ও কষ্ট ছাড়াই ৫০ নম্বর এসে যায় অনায়াসে; যদি কি-না আশপাশে সবার সাথে ভাব রাখা যায়। এ ছাড়া যার কোন উপায় নেই সে যদি সব প্রশ্নের ক নং-এ টিক চিহ্ন দেয় তাতেও আশা করা যায় ২০ থেকে ২৫ নম্বর পাবে। এতে করে পাসকৃত ছাত্রছাত্রী অসংখ্য লেটার নিয়ে ভারি সার্টিফিকেটের অধিকারী হলেও জ্ঞানের দিক থেকে তারা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকাংশে কম জ্ঞান অর্জন করছে। অথচ, এটা না করে যদি এমন করা হতো যে, ৫০ নম্বরের জন্য ৫০টি শূন্যস্থান পূরণ বা সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন থাকবে, তাতে করে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব অর্জিত জ্ঞান থেকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো যার পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী থাকতে হতো এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জিত হতো।

এফ এম এমদাদুল হক
অফিস সেক্রেটারি
গ্লোব ইনসেকটিসাইডস লিঃ
১১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।